বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
জনসংযোগ শাখা
পর্যটন ভবন, ই-৫ সি/১ পশ্চিম আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নের আওতায় বাপক এর উদ্যোগে কক্সবাজার এবং কুয়াকাটায় পর্যটন সুবিধাদি

বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে যথাক্রমে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে সমুদ্রসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। বাংলাদেশ তার এলাকাভুক্ত অংশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপান সমন্বয়ে বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার ওপর স্বত্বাধিকার লাভ করে। অগভীর মহীসোপান ও সমুদ্রের অংশ যথাক্রমে ২০ এবং ৩৫ শতাংশ। বাকি ৪৫ শতাংশ গভীর সমুদ্র। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে সমুদ্র ভিত্তিক অর্থনীতি বা সুনীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় যেখানে পর্যটন একটি সম্ভবনাময় খাত। সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের সামনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত হতে দেশকে এগিয়ে নেবে সমুদ্রভিত্তিক এই অর্থনীতি। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্র পর্যটনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় নিয়ে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এবং ডেলটা প্ল্যান-২১০০ তে পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে। বাংলাদেশের সমুদ্র ভিত্তিক পর্যটনে সময়োপযোগী ও সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পাশাপাশি বৃদ্ধি পাবে কর্মসংস্থান, অর্জিত হবে এসডিজি, শক্তিশালী হবে জাতীয় অর্থনীতি। এতে প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০৪১ অর্জনে পর্যটন শিল্প অন্যতম অংশীদার হবে।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) বিশ্বের দীর্ঘতম অভঙ্গুর সমুদ্রসৈকত ও পর্যটন রাজধানী কক্সবাজারে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই নানাবিধ পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি করে আসছে। সরকারের সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বর্তমানে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এবং কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এলাকায় এবং সমুদ্র জলে পর্যটন সুবিধাদি এবং অবকাঠামো উন্নয়নে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সুনীল পর্যটন উন্নয়নে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক নির্মিত সুবিধাদিঃ

পর্যটন বর্ষ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন মোটেল লাবণী কমপ্লেক্সের সামনে ১,৩২,৫২,৩৪৫ (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার তিনশত পয়তাল্লিশ) টাকা ব্যয়ে একটি চেঞ্জিং ক্লোসেট এবং কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন পর্যটন হলিডে হোমস কমপ্লেক্সে ১,২৫,০৩,৮২৮ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ তিন হাজার আটশত আটাশ) টাকা ব্যয়ে একটি চেঞ্জিং ক্লোসেট নির্মাণ করা হয়েছে।

কক্সবাজার চেঞ্জিং ক্লোসেট এর সুবিধাদিঃ

ক. অভ্যর্থনা ও অপেক্ষা কক্ষ
খ. টয়লেট কক্ষঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি)
গ. অলবণাক্ত পানির স্নানাগারঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি)
ঘ. পোষাক পরিবর্তন ও লকার কক্ষঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি)

কুয়াকাটা চেঞ্জিং ক্লোসেট এর সুবিধাদিঃ

ক. অভ্যর্থনা ও অপেক্ষা কক্ষ
খ. টয়লেট কক্ষঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি)
গ. অলবণাক্ত পানির স্নানাগারঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি)
ঘ. পোষাক পরিবর্তন ও লকার কক্ষঃ ১২ টি (পুরুষ ০৬টি ও নারী ০৬টি)

এছাড়া, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উদ্যোগে সমগ্র বাংলাদেশে চিহ্নিত পর্যটন আকর্ষণসমূহ নিয়ে প্রস্তুতকৃত আট বিভাগেরে বিভাগওয়ারি পান্ডুলিপি এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অর্থায়নে মুদ্রণকৃত প্রকাশনাসমূহে কক্সবাজার, কুয়াকাটাসহ সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং সমুদ্রজলে অবস্থিত দ্বীপসমূহের সম্ভাবনাময় পর্যটন আকর্ষণেসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের যে সকল সুবিধাদি কক্সবাজার এবং কুয়াকাটায় রয়েছে তা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করছে। বর্তমানে কক্সবাজারে বাপক এর রয়েছে হোটেল শৈবাল, মোটেল প্রবাল, মোটেল উপল এবং মোটেল লাবনী। এছাড়া রয়েছে ছয়টি লাক্সারি কটেজ।

হোটেল শৈবাল, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ২.৮২ একর জায়গার উপর ১৯৮৩ সালে তিনতলা বিশিষ্ট হোটেল শৈবাল নির্মিত হয়। ২৪ কক্ষের হোটেলটিতে ০২টি রয়েল এসি স্যুইট কক্ষ, ২০টি এসি টুইন বেডেড ডিলাক্স কক্ষ এবং ০২টি স্ট্যান্ডার্ড কক্ষ রয়েছে। হোটেলটিতে ৫০ আসনের একটি কনফারেন্স হল ও ১০০ আসনবিশিষ্ট উন্নতমানের 'সাগরিকা রেস্তোরাঁ' রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে গলফ্ বার, হোটেল থেকে সী বিচ পর্যন্ত ওয়াকওয়ে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীন। চিত্ত বিনোদনের জন্য হোটেলের সম্মুখে ঘাট বাঁধানো একটি বিশাল পুকুর রয়েছে।

মোটেল প্রবাল, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৮.২৭ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট 'পর্যটন মোটেল প্রবাল' এর ভবন ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট থেকে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষের মোটেলটিতে ০৮টি টুইন বেড এসি, ৩০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, ১২টি ডরমিটরী ও ০৯টি ইকোনমি কক্ষ আছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ০৫টি হানিমুন কটেজ আছে। এখানে ৫০ আসনবিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্তোরাঁ রয়েছে।

মোটেল উপল, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সের ৫.১০ একর জায়গার উপর তিনতলা বিশিষ্ট 'পর্যটন মোটেল উপল'এর ভবন ১৯৬২-৬৩ সালে নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে এটি বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড-এর নিকট হতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। সে সময় থেকে এ মোটেলের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩৮ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ১৮টি এসি টুইন বেড, ২০টি নন-এসি টুইন বেড কক্ষ রয়েছে। ১টি ডরমিটরী কক্ষ ও ১টি ৫০ আসনের রেস্তোরাঁও রয়েছে। উন্নত অতিথি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ হোটেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৫টি লাক্সারী কটেজ আছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিমান-এর কক্সবাজারস্থ অফিস এবং ১টি ট্র্যাভেল এজেন্সীর অফিস এ মোটেলে অবস্থিত।

মোটেল লাবণী, কক্সবাজার

কক্সবাজারস্থ মোটেলটি ২.৪৮ একর জায়গার উপর অবস্থিত। সৈকত নিকটবর্তী হওয়ায় এ মোটেলের নামানুসারে লাবণী পয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে নির্মিত মোটেলটির মূল ভবনে মোট ৬০ টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি এসি টুইন কক্ষ, ৩৭টি নন-এসি টুইন-বেড ও ২৩টি নন-এসি কাপল-বেড কক্ষ রয়েছে। ৮০ আসন বিশিষ্ট রেস্তোরাঁ ও ৬০ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স হল আছে। এছাড়াও ১৯৮১-৮২ সালে লাবণী ইয়ুথ ইন নামে একটি ডরমিটরী নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভবনটি ভেঙ্গে অপর একটি ভবন তৈরী করা হয়। ভবনটিতে ১৮টি এসি, ১৭টি নন-এসি ও ০৫টি কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা

১৯৯৭ সালে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ৫.০০ একর জায়গার উপর দ্বিতল ভবনে পর্যটন হলিডে হোমস্, কুয়াকাটা'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৭ কক্ষবিশিষ্ট মোটেলটিতে ১টি এসি ডিলাক্স, ৪টি এসি টুইন বেড, ৫টি নন-এসি টুইন বেড, ৬টি নন-এসি সিংগেল বেড ও ১টি ইকোনমি কক্ষ রয়েছে। ৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি আধুনিক রেস্তোরাঁ রয়েছে। পরবর্তীতে ২.০০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় কুয়াকাটা মোটেলের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ পরিসরে নতুন ইয়ুথ ইন্ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে ১টি এসি রয়েল ডিলাক্স, ২টি এসি টুইন, ৩টি এসি কাপল, ৪টি নন-এসি কাপল, ১০টি নন-এসি টুইন বেড, ৪ শয্যাবিশিষ্ট ১টি এসি কক্ষ, ৪ শয্যাবিশিষ্ট ৩৫টি নন-এসি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া, মোটেলটিতে ৫০ আসন রেস্তোরাঁ, ১০০ আসনবিশিষ্ট কনফারেন্স হল এবং ৪০ আসনবিশিষ্ট মিনি কনফারেন্স হল আছে।

সমুদে নামার ক্ষেত্রে সর্তকতাঃ

সমুদ্রে নামার পূর্বে অবশ্যই আপনার হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে জোয়ার-ভাটার সময় জেনে নিন। জোয়ারের সময় সমুদ্রে স্নান করা নিরাপদ। ভাটার সময় যে কোন দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ভাটার সময়ে কোনভাবেই বীচ হতে বেশি দূরে পানিতে যাবেন না। বীচে জোয়ারের সময় সবুজ পতাকা ওড়ানো থাকে এবং ভাটার সময় লাল পতাকা ওড়ানো হয়। সমুদ্রসৈকতে সাইনবোর্ড রয়েছে যেখানে জোয়ার-ভাটার সময়সূচি উল্ল্যখ করা আছে। এছাড়া সৈকত এলাকা ইয়াছির লাইফ গার্ড এবং সি-বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটির স্বেচ্ছাসেবক কর্মীবাহিনী রয়েছে। যেকোন প্রয়োজনের তাদের সহায়তা নিন।

সমুদ্রসৈকতে কোন ধরণের ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। পানির বোতল, চিপস ও চানাচুরের প্যাকেট, ডাবের খোসা ইত্যাদি যত্রতত্র না ফেলে নির্দিষ্ট বিনে ফেলুন।

সুনীল অর্থনীতির আওতায় কক্সবাজারে ও কুয়াকাটায় পর্যটন সুবিধাদি পওয়ার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

মোটেল লাবনী	মোটেল উপল	মোটেল প্রবাল	হোটেল শৈবাল	পর্যটন হলিডে হোমস এন্ড ইয়ুথ ইন , কুয়াকাটা
পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, লাবণী পয়েন্ট, মোটেল রোড, কক্সবাজার ফোনঃ০৩৪১-৬৪৭০৩ motellaboneebpc@gmail.com	পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, মোটেল রোড, কক্সবাজার ফোনঃ ০৩৪১-৬৪২৫৮ motelupal1@gmail.com	পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, মোটেল রোড, কক্সবাজার ফোনঃ ০৩৪১-৬৪২৫৮ motel_probal@yahoo.com	পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স, মোটেল রোড, কক্সবাজার ফোনঃ ০৩৪১-৬৩২৭৪ hotelshaibal@yahoo.com	কলাপাড়া, কুয়াকাটা, পটুয়াখালি ফোনঃ ০৪৪২৮-৫৬২০৭ youhthinnparjatan@gmail.com

বাপক প্রধান কার্যালয়ের যোগাযোগের ঠিকানা

পর্যটন ভবন

ই-৫ সি/১ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

রিজার্ভেশনঃ ৪১০২৪২১৮

ই-মেইলঃ reservation@parjatan.gov.bd

ওয়েবসাইটঃ www.hotels.gov.bd , www.parjatan.gov.bd